সপ্তম শ্রেণি ● বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ● অধ্যায়ভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

অধ্যায়—৪: বাংলাদেশের অর্থনীতি

সৃজনশীল—১ ■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

তমিজ উদ্দিন তার তিন ছেলেকে সাথে নিয়ে তার জমিতে ধান, গম, সরিষা, ভুট্টাসহ নানা ধরনের ফসল চাষ করে। তার স্ত্রী ও পুত্রবধূরাও ফসল তোলার কাজে সহায়তা করে। অবসর সময়ে সে বাড়ির সামনে একটি মুদি দোকান চালায়। কিন্তু এসব কাজের জন্য কেউ তাকে কোনো বেতন দেয় না। তাতে সে মনে কষ্ট না পেয়ে বরং গর্ববোধ করে।

ক. SAFTA এর পুরো নাম কী?

খ. মাঝারি শিল্প বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. তমিজ উদ্দিনের পরিবারের সদস্যদের কাজ কোন ধরনের অর্থনৈতিক কাজের আওতাভুক্ত তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তমিজ উদ্দিনের মতো মানুষের কাজ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে—মূল্যায়ন কর।

১ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

ক. SAFTA এর পুরো নাম South Asian Free Trade Area।

খ. যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে দেড় কোটি টাকার অধিক মূলধন খাটে সেগুলোকে সাধারণত মাঝারি শিল্প বলে গণ্য করা হয়। যেমন : হাল্কা ইঞ্জিনিয়ারিং, সিল্ক, সিরামিক, কোল্ড স্টোরেজ বা হিমাগার প্রভৃতি। দেশের চাহিদা পূরণ করে ও অনেক লোকের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে এ ধরনের শিল্প জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গ. তমিজ উদ্দিনের পরিবারের সদস্যদের কাজ প্রথাগত বা অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজের আওতাভুক্ত।

অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম বলতে সেগুলোকেই বোঝায়, যেসব কাজের জন্য মজুরি নির্ধারিত নেই, করের আওতায় আনাও কঠিন এবং যেসব অর্থনৈতিক কার্যক্রম সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় না। উদ্দীপকের তমিজ উদ্দিন তার তিন ছেলেকে সাথে নিয়ে জমিতে ধান, গম, ভুট্টাসহ নানা ধরনের ফসল চাষ করেন। স্ত্রী ও পুত্রবধূরাও ফসল তোলার কাজে তাকে সহায়তা করে। এসব কাজের জন্য কেউ তমিজ উদ্দিনকে বা তার পরিবারের সদস্যদেরকে কোনো পারিশ্রমিক প্রদান করেন না। এসব কাজ করের আওতায় আনা কঠিন এবং সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় না। তাই বলা যায়, তমিজ উদ্দিনের পরিবারের সদস্যদের কাজটি অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজের আওতাভুক্ত।

ঘ. তমিজ উদ্দিনের মতো মানুষের কাজ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অনানুষ্ঠানিক খাত প্রধান ভূমিকা পালন করছে। গ্রামের একজন চাষি ও তার পরিবারের সদস্যরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জমিতে কাজ করেন। নিজেদের জমিতে কাজ করার জন্য তারা কোনো মজুরি নেন না বা পান না। তমিজ উদ্দিন ও তার পরিবার যে কাজ বা পরিশ্রম করে তাতে কেবল তার পরিবার নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রও উপকৃত হচ্ছে। দেশের মোট খাদ্য চাহিদার বড় অংশ তমিজ উদ্দিনের মতো কৃষকরা উৎপাদন করছেন। এছাড়াও গ্রাম প্রধান বাংলাদেশে তার মতো বেশিরভাগ মানুষ নিজস্ব উদ্যোগে ও শ্রমে ধান, পাট, রবিশস্য, শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদন, মাছ ধরা, গরু-ছাগল ও হাঁসমুরগি পালন, কুটিরশিল্প হাটবাজারে বিক্রি করার মাধ্যমে তাদের জীবিকার সংস্থান করছে। এভাবে তারা দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে ভূমিকা রাখছে। তাই বলা যায়, তমিজ উদ্দিনের মতো মানুষের কাজ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তাই প্রশ্নোক্ত এ কথাটি যথার্থ ও সঠিক।

সৃজনশীল—২ ■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

জরিনা বেগম গ্রামের একজন গরিব বিধবা মহিলা। সে একদিন বাজার থেকে বাঁশ ও বেত কিনে নিয়ে আসে। দুই মেয়েকে নিয়ে ডালা, কুলা ও ফুলদানি তৈরি করে। তার ছেলে তামজিদ এগুলো বাজারে বিক্রি করে। এতে তাদের যে লাভ হয় তা দিয়ে সংসার চলে। দিনে দিনে তাদের তৈরিকৃত দ্রব্যের চাহিদা বাড়তে থাকে। পরবর্তীতে তামজিদ তার বাবার এক বন্ধুর সহযোগিতায় স্থানীয় একটি ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়। সে কেক, বিস্কুটসহ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য তৈরির কারখানা স্থাপন করে। তামজিদ তার কারখানায় খাদ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াজাত এবং প্যাকেটজাত করে বাজারে বিক্রি করে প্রচুর লাভ করে।

ক. রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী?

খ. অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. তামজিদের স্থাপিত কারখানাটি কোন শিল্পের অন্তর্গত তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জরিনা বেগমের কাজের অবদান মূল্যায়ন কর।

২ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

ক. রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা।

খ. যেসব কাজের জন্য মজুরি নির্ধারিত নেই, করের আওতায় আনাও কঠিন এবং যেসব অর্থনৈতিক কার্যক্রম সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় না, সেগুলোকে অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম বলে। যেমন- নিজের জমি, দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ, গৃহস্থালি কর্ম, হকারি, দিনমজুরি প্রভৃতি।

গ. তামজিদের স্থাপিত কারখানাটি ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্গত। কারণ যেসব শিল্পে দেড় কোটি টাকার কম মূলধন খাটে সেগুলোকে ক্ষুদ্র শিল্প বলে। চাল কল, ছোট ছোট জুতা বা প্লাস্টিক কারখানা, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্প ক্ষুদ্র শিল্পের উদাহরণ। উদ্দীপকের তামজিদ তার বাবার এক বন্ধুর সহযোগিতায় স্থানীয় একটি ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়। সে কেক, বিস্কুটসহ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য তৈরির কারখানা স্থাপন করে। আর খাদ্য প্রক্রিয়াজাত কারখানা ক্ষুদ্র শিল্পের আওতাভুক্ত। তাই বলা যায়, তামজিদের প্রতিষ্ঠিত কারখানাটি ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জরিনা বেগমের কুটির শিল্পে কাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে স্বনির্ভরতা অর্জনে ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে একটি ভালো ও সম্ভাবনাময় খাত হলো কুটিরশিল্প। কুটিরশিল্পে উৎপাদন ও বিপণনের কাজটি মালিক নিজে বা তার পরিবারের সদস্যরাই করে থাকেন। উদ্দীপকে জরিনা বেগম বাজার থেকে বাঁশ ও বেত কিনে নিয়ে আসে এবং মেয়েকে নিয়ে ডালা, কুলা ও ফুলদানি প্রভৃতি জিনিস তৈরি করে। তার ছেলে তামজিদ এগুলো বাজারে বিক্রি করে। এ থেকে প্রাপ্ত আয়ে তার সংসার চলে। এভাবে তিনি কুটিরশিল্প স্থাপন করে স্বনির্ভর হয়েছেন। আর বাংলাদেশের মতো বৃহৎ জনসংখ্যার ও শিল্পে অনগ্রসর একটি দেশে জরিনার প্রতিষ্ঠিত কুটির শিল্প ও অন্যান্য কুটির শিল্প অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতা অর্জনের সুযোগ করে দিয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্যবান অবদান রাখছে।

সৃজনশীল—৩ ■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

নাঈম ও শাহেদ ছোটবেলায় একসাথে লেখাপড়া করেছে। বর্তমানে নাঈম গ্রামে তার জমিতে একটি নার্সারি করেছে। আর শাহেদ শহরে একটি কাপড়ের দোকান দিয়েছে। দুজনই আর্থিক দিক থেকে উন্নতি লাভ করেছে।

ক. বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত কী?

খ. অর্থনৈতিক খাত বলতে কী বোঝায়

গ. নাঈম ও শাহেদের কাজ অর্থনীতির কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর।

ঘ.ব াংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে অর্থনীতিতে উক্ত খাতের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

৩ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

ক. বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত হলো কৃষি।

খ. কোনো দেশের অর্থনীতিতে সংঘটিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমষ্টিগত অবদানের ভিত্তিকেই অর্থনৈতিক খাত বলা হয়। যেমন: কৃষিখাত, শিল্পখাত ইত্যাদি। অর্থনৈতিক খাত আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দুই ধরনের হয়।

গ. নাঈম ও শাহেদের কাজ অর্থনীতির অনানুষ্ঠানিক খাতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা অনানুষ্ঠানিক কাজ বলতে সেসব কাজকে বোঝায় যেসব কাজের জন্য মজুরি নির্ধারিত নেই, করের আওতায় আনা কঠিন এবং সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় না। যেমন : নিজের জমি চাষ, দোকান বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাজ, গৃহস্থালি কর্ম, হকারি, দিনমজুরি প্রভৃতি। উদ্দীপকে নাঈম তার নিজ জমিতে একটি নার্সারি করেছে। নার্সারিতে সে যেসব গাছ বা ফুলের চাষ করে তা বিক্রি করে সে মুনাফা লাভ করে। এই মুনাফার পরিমাণ নির্দিষ্ট নয় বলে তার আয়কে করের আওতায় আনা কঠিন। আর শাহেদ শহরে কাপড়ের দোকান দিয়েছে অর্থাৎ সে একজন ব্যবসায়ী। সে কম দামে কাপড় কিনে বেশি দামে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করে। তাই তার আয়ও করের আওতায় আনা কঠিন। নাঈম ও শাহেদের কাজের বৈশিষ্ট্য অনানুষ্ঠানিক কাজের বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ। তাই বলা যায়, নাঈম ও শাহেদ যেসব কাজ করছে তা অনানুষ্ঠানিক খাতের আওতাভুক্ত।

ঘ. বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের গ্রামীণ ও শহুরে অর্থনীতিতে অনানুষ্ঠানিক খাত গুর ত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। উদ্দীপকে নাঈম গ্রামে থেকেই নিজে নার্সারি করে স্বাবলম্বী হয়েছে। অন্যদিকে তার বন্ধু শহরে কাপড় বিক্রি করে স্বাবলম্বী হয়েছে। এখান থেকে বোঝা যায়, গ্রামের ও শহরের অনানুষ্ঠানিক কাজের মধ্যে কিছু ভিন্নতা রয়েছে। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সারাদিন কৃষিকাজ করে। এসব কাজের মজুরি তারা সাথে সাথে পায় না বা নেয় না। কিন্তু সকলের দৈনন্দিন কাজের ফল তাদের পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র জাতীয়ভাবে লাভ করে। গ্রামের কুটিরশিল্প, ছোট ছোট ব্যবসা অতীতকাল থেকেই এসব অনানুষ্ঠানিক কাজ চলে আসছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের শহরের অধিকাংশ মানুষ স্বল্প আয়ের। আর স্বল্প আয়ের মানুষ, ছোট দোকান, হকারি, ফেরি, নির্মাণ ইত্যাদি অনানুষ্ঠানিক কাজ করে ভাসমান জীবনযাপন করে। এছাড়াও মাঝারি ও উচ্চ আয়ের অনেক মানুষ অনানুষ্ঠানিক কাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। শহর কিংবা গ্রাম বাংলাদেশের সর্বত্র অনানুষ্ঠানিক কাজের গুরুত্ব অপরিসীম। এখনও পর্যন্ত এদেশের অর্থনীতি অনেকাংশে এ খাতের ওপর নির্ভরশীল।

সৃজনশীল—৪ ■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

জনাব লুৎফর রহমান নারায়ণগঞ্জে একটি সিরামিক শিল্প কারখানা পরিদর্শন করতে গিয়ে তার মনে ইচ্ছা জাগল এ শিল্প স্থাপন করার। তিনি সিরামিক শিল্পের প্রয়োজনীয় সকল উপাদান নিয়োগ করে এ শিল্প স্থাপনের কাজ শুরু করেন।

ক. শিল্পকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়?

খ. বৃহৎ শিল্প বলতে কী বুঝো?

গ. জনাব লুৎফর রহমান কোন ধরনের শিল্প স্থাপন করতে চেয়েছেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জনাব লুৎফর রহমানের স্থাপিত শিল্প কী অবদান রাখতে পারে বলে তুমি মনে কর? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর।

৪ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

ক. শিল্পকে চার ভাগে ভাগ করা হয়।

খ. যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রচুর মূলধন, কাঁচামাল, দক্ষ শ্রমিক ও কারিগর, প্রকৌশলী, ব্যবস্থাপক ইত্যাদির প্রয়োজন হয় তাকে বৃহৎ শিল্প বলা হয়। উলেণ্ঢখযোগ্য বৃহৎ শিল্প হলো: পাট, বস্ত্র, চিনি, রেল, সিমেন্ট, সার, বিদ্যুৎ প্রভৃতি।

গ. জনাব লুৎফর রহমান যে শিল্প কারখানা স্থাপন করতে চেয়েছেন তা মাঝারি শিল্প। কেননা মাঝারি শিল্প বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে দেড় কোটি টাকার অধিক মূলধন খাটে। যেমন: হাল্কা ইঞ্জিনিয়ারিং, সিল্ক, সিরামিক, কোল্ডস্টোরেজ বা হিমাগার প্রভৃতি। উদ্দীপকে জনাব লুৎফর রহমান একটি সিরামিক শিল্প কারখানা পরিদর্শন করতে গিয়ে নিজে এরূপ একটি শিল্প স্থাপনের ইচ্ছা করেন। আর সিরামিক শিল্প মাঝারি শিল্পের অন্যতম উদাহরণ। কারণ এ শিল্পে দেড় কোটি টাকার অধিক মূলধন খাটে। তাই বলা যায়, জনাব লুৎফর রহমান মাঝারি শিল্প স্থাপন করতে চেয়েছেন।

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জনাব লুৎফর রহমানের স্থাপিত শিল্প গুর"ত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে বলে আমি মনে করি। বর্তমান আধুনিকতার যুগে মানুষ অনেক বেশি শৌখিন হয়েছে। সিরামিকের তৈরি পণ্য ব্যবহারে মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। তাই এর চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ শিল্প স্থাপনে অনেক লোকের কাজের সংস্থান হবে। ফলে তাদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে। এভাবে জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পাবে এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হবে। আর বিদেশ থেকে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি গতিশীল হবে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে লুৎফর রহমানের স্থাপিত শিল্প তথা মাঝারি শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সৃজনশীল—৫ ■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া মিজান লেখাপড়া শেষে চাকরির চেষ্টা না করে স্বল্প পুঁজি দিয়ে মাটির তৈরি বিভিন্ন পণ্য তৈরি করে। তার উৎপাদিত পণ্য বাজারে বিক্রি করে সে বেশ লাভবান হয়। সে লক্ষ করল তার গ্রামে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের অনেকাংশ নষ্ট হয়ে যায় প্রক্রিয়াজাতকরণের অভাবে। তাই সে সিদ্ধান্ত নিল একটি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন করার।

ক. পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পাটকল কোনটি?

খ. কুটিরশিল্প বলতে কী বোঝায়?

গ. মিজানের প্রথম ও পরবর্তী শিল্পের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্যান্য শিল্পের অবদান বিশ্লেষণ কর।

৫ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

ক. পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজি জুট মিল্স।

খ. কুটিরশিল্প বলতে ঘরোয়া পরিবেশে গড়ে ওঠা শিল্পকে বোঝায়। মালিকের নিজের পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতায় স্বল্প পুঁজি নিয়ে যে শিল্প গঠন করা হয়, তাকে কুটিরশিল্প বলে। যেমন: তাঁত, মাটির তৈরি জিনিসপত্র, বেত, বাঁশ ও কাঠের তৈরি জিনিসপত্র ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য কুটিরশিল্প।

গ. মিজানের প্রথমে মাটির তৈরি পণ্যের শিল্পকে কুটিরশিল্প এবং পরে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। মালিক তার নিজের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে স্বল্প পুঁজিতে ঘরোয়া পরিবেশে যে শিল্প গড়ে তোলে, তাকে কুটিরশিল্প বলে। অন্যদিকে দেড় কোটি টাকার কম পুঁজি নিয়ে গড়ে ওঠা শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্প বলে। কুটিরশিল্প ঘরোয়া পরিবেশে গড়ে তোলা হয়, অন্যদিকে ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য কারখানা ব্যবহার করা হয়। কুটিরশিল্পে মালিকের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করা হয়। কিন্তু ক্ষুদ্র শিল্পে কিছু শ্রমিক নিয়োগ দিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করা হয়। কুটিরশিল্প খুবই কম পুঁজিতে শুরু করা যায়। অন্যদিকে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে এর তুলনায় একটু বেশি পুঁজির দরকার হয়। যেমন : মিজানের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। কুটিরশিল্পে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয় না। কুটিরশিল্পে তেমন যন্ত্রপাতির দরকার হয় না আর হলেও তা প্রাচীন পদ্ধতির। কিন্তু ক্ষুদ্র শিল্পে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়।

ঘ. বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হলেও এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এদেশের শিল্পকে বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প এ চারভাগে ভাগ করা যায়। আমাদের জাতীয় জীবনে এখন এসব শিল্পের ব্যবহার প্রধান ভূমিকা রাখছে। আমরা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান নির্মাণ, শিক্ষা, চিকিৎসা, জ্বালানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি কোনো না কোনো শিল্প থেকে পেয়ে থাকি। শিল্প ছাড়া বর্তমানে আমাদের জীবন অচল। আবার এসব শিল্প কারখানায় লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ কাজ করছে। এর মধ্যে প্রায় ৬১ শতাংশ কর্মজীবী মানুষ ক্ষুদ্র শিল্পে নিয়োজিত আছে। বর্তমানে গার্মেন্টস শিল্পের প্রসারে লক্ষ লক্ষ বেকার মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে। এসব শিল্পে উৎপাদিত পণ্য দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশের বাজারে বিক্রি হচ্ছে। আর বিদেশ থেকে অর্থোপার্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি গতিশীল হচ্ছে। এভাবেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মিজানের শিল্পের মতো অন্যান্য শিল্পগুলো অবদান রাখছে।

সৃজনশীল—৬ ■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

জনাব আক্তার হোসেন একজন পাট ব্যবসায়ী। কয়েক বছর আগে পাটের ব্যবসায় লোকসান হওয়ায় তিনি অন্য ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। সম্প্রতি তিনি আবার পাটের ব্যবসায় ফিরে এসেছেন। তিনি এখন বিভিন্ন পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করেন।

ক. বাংলাদেশের পণ্যসামগ্রীর সবচেয়ে বড় ক্রেতা কোন দেশ?

খ. বাংলাদেশ সৃষ্টির পূর্বে এদেশে শিল্পের অবস্থা কেমন ছিল?

গ. জনাব আক্তার হোসেন কেন আবার পাটের ব্যবসায় ফিরে আসলেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আক্তার হোসেনের কাজটির গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে আলোচনা কর।

৬ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

ক. বাংলাদেশের পণ্যসামগ্রীর সবচেয়ে বড় ক্রেতা হলো যুক্তরাষ্ট্র।

খ. বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ হলেও ব্রিটিশ আমল থেকেই এখানে কিছু কিছু শিল্প বা কলকারখানা গড়ে উঠতে থাকে। তার মধ্যে পাট, সুতা ও কাপড়ের কলই ছিল প্রধান। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ববাংলার নারায়ণগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হয় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজি জুট মিল্‌স। পাকিস্তানি আমলে শিল্প বা কলকারখানা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ অঞ্চলটি পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্য বা বঞ্চনার শিকার হয়। এক কথায় বাংলাদেশ সৃষ্টির পূর্বে এদেশে শিল্প সূচনা লাভ করে এবং কিছুটা বিকাশ লাভ করে।

গ. বাংলাদেশে পুনরায় পাটের ব্যবসায়ের উজ্জ্বল সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় জনাব আক্তার হোসেন আবার পাটের ব্যবসায় ফিরে আসলেন। বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পের মধ্যে পাট শিল্প ছিল অন্যতম। পাকিস্তান আমলে নারায়ণগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হয় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজি জুট মিল্‌স। এদেশের সর্বত্র পাটের ওপর নির্ভর করে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বহু পাটকল গড়ে ওঠে। এক সময় পাটই ছিল আমাদের প্রধান রপ্তানি সামগ্রী। কিন্তু মাঝের কয়েক বছর সারা বিশ্বে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা কমে যায়। সম্প্রতি বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের দ্বারা পাটের 'জেনোম' বা জন্মরহস্য আবিষ্কার এবং বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে আবারও পাট ও পাটজাত সামগ্রী রপ্তানিতে বাংলাদেশের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আর তাই উদ্দীপকের জনাব আক্তার হোসেন আবার পাটের ব্যবসায় ফিরে এসেছেন।

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জনাব আক্তার হোসেনের কাজটি তথা রপ্তানির গুরুত্ব অত্যধিক। বাংলাদেশ যেসব পণ্য সামগ্রী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করছে, তা থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। এসব বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ করে দেশে বড় বড় কলকারখানা গড়ে উঠছে। সেসব কলকারখানায় সৃষ্টি হচ্ছে বিপুলসংখ্যক কর্মসংস্থান, সৃষ্টি হচ্ছে দরিদ্র ও বেকার মানুষের অর্থ উপার্জনের সুযোগ। ফলে দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে। দেশে দ্রুত শিল্পায়নের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। তাছাড়া এদেশের মানুষ যত বেশি উৎপাদন কাজে নিয়োজিত হবে, তত বেশি পণ্য সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করার সুযোগ হবে। এতে দেশ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবে। এসব কারণে জনাব আক্তার হোসেনের কাজটি অর্থাৎ পণ্য রপ্তানির গুরুত্ব অপরিসীম।

সৃজনশীল—৭ ■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

শামীমা টিভিতে কৃষির উপর একটি প্রামাণ্য চিত্র দেখছিল। সে দেখল একদল মানুষ জমি থেকে টমেটো, ভুট্টা, আলু, তৈলবীজ প্রভৃতি কৃষিপণ্য সংগ্রহ করছে। আবার কিছু মানুষ এসব পণ্য কোল্ড স্টোরেজে জমা রাখছে। আর এসব পণ্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। এসব দেখে তার মনে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়।

ক. সরিষা কী ধরনের শস্য।

খ. মানুষ সারা বছর নিজেদের চাহিদা পূরণ করতে পারে কীভাবে?

গ. উদ্দীপকে শামীমার দেখা প্রামাণ্য চিত্রে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে?

ঘ. উক্ত বিষয়টির সফলতার ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তার সমাধানের উপায় বিশ্লেষণ কর।

৭ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

ক. সরিষা তৈলজ শস্য।

খ. কৃষিপণ্যসমূহ সাধারণত এক এক মৌসুমে উৎপাদিত হয়। যে মৌসুমে তা উৎপাদিত হয় শুধুমাত্র সেই মৌসুমেই ঐ উৎপাদিত ফসল ভোগ করা যায়। বর্তমানে জ্ঞান-প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে আমরা উৎপাদিত কোনো পণ্যকে সারাবছর ভোগ করতে পারি। উৎপাদিত পণ্যকে সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে মানুষ সারা বছর নিজেদের চাহিদা পূরণ করতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশেও কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

গ. উদ্দীপকে শামীমার দেখা প্রামাণ্য চিত্রে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। জ্ঞান-প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে যে কোনো পণ্যকে অন্য পণ্যে রূপান্তর এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করাকে প্রক্রিয়াজাতকরণ বলা হয়। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার ফলে বাংলাদেশের মতো কৃষিপ্রধান দেশে উৎপাদিত কৃষিজ পণ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এসমস্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে প্রচুর লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। আর কৃষিপণ্যের বহুমাত্রিক ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ সারাবছর নিজেদের চাহিদা মেটাতে পারে। উদ্দীপকে শামীমার দেখা প্রামাণ্য অনুষ্ঠানে টমাটো, ভূট্টা, আলু ও সরিষা কোল্ড স্টোরেজে জমা করছে। টমাটো প্রক্রিয়াজাত করে সয়াসস ও রস তেরি করা হচ্ছে। আলু প্রক্রিয়াজাত করে চিপস তৈরি করা হচ্ছে। সরিষা প্রক্রিয়াজাত করে বিভিন্ন তৈলজাতীয় সামগ্রী তৈরি করা হচ্ছে। আর এসব প্রক্রিয়াজকৃত পণ্য সামগ্রি সারা বছরব্যাপি মানুষের খাদ্য দ্রব্যের চাহিদা মেটাতে সাহায্য করছে। আলোচনা থেকে বুঝা যায়, শামীমার দেখা প্রামাণ্য চিত্রে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

ঘ. কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি লাভ করবে। বর্তমান যুগে উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে জীবনঘনিষ্ঠ অনেক পণ্য সামগ্রি তৈরি করা যায় যা কাজে লাগিয়ে একটি দেশ এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের নানাবিধ সুবিধা থাকার পর এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়। যেমন : শিল্পক্ষেত্রে পুঁজির সমস্যা; গবেষণার সমস্যা, দক্ষ উদ্যোক্তা ও শ্রমিকের সমস্যা, ত্রুটিপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও কৃষিপণ্য সংরক্ষণের অভাব। উক্ত সমস্যাগুলো দূরীকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। যেমন : কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ নীতিমালা প্রণয়ন, উন্নত গবেষণার ব্যবস্থা করা, দক্ষ উদ্যোক্তা ও শ্রমিক সৃষ্টি করার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, বিশ্বের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কাজে লাগানো, বাজারজাতকরণ ও পণ্য রপ্তানির ব্যবস্থা করা, উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সমৃদ্ধ করা। উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো যথাযথভাবে গ্রহণের মাধ্যমে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করা সম্ভব হবে।

■■■ নিজে চেষ্টা করো ■■■

সৃজনশীল—৮ ■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

বিশিষ্ট শিল্পপতি ফারাহ্ খান সম্প্রতি গাজিপুরে একটি কাগজের কার্টুন তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছেন। কারখানায় বহু বেকারের কর্মসংস্থান হয়েছে। এভাবে দিন দিন শিল্পের প্রসার বাড়ছে। দেশের অর্থনীতিও গতিশীল হচ্ছে।

ক. WTO-এর পূর্ণরূপ কী?

খ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের অবদান কী কী?

গ. ফারাহ্ খানের সম্প্রতি করা কাজটি কী ধরনের অর্থনৈতিক কার্যক্রম? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ফারাহ্ খানের উদ্যোগটি অর্থনীতিতে সরাসরি প্রভাব ফেলে? বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল—৯ ■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১৬ ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস। এ দিনটিতে মুক্তিযোদ্ধা আদনানের পরিবার আজও পাড়া প্রতিবেশি সবাইকে মিষ্টি খাওয়ান। আদনান সাহেবের নাতি রিদোয়ান বাসার নিচে কারখানা থেকে সেদিন হাজার খানেক মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে আসেন। অতঃপর রাতভর পরিবারের সবাই মিলে মিষ্টি প্যাকেট করেন।

ক. অর্থনৈতিক খাত কয় ধরনের?

খ. কুটির শিল্প সম্পর্কে ধারণা দাও।

গ. রিদোয়ানের বাসার নিচে কী ধরনের শিল্প গড়ে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত ধরনের শিল্পকে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড বলা যাবে কী? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে যাচাই কর।